তারিখ 27 MAY 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 7

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষার সুযোগ না থাকায়

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ না থাকায় নাটোর জেলা ও কালিয়াকৈর উপজেলায় ষাট হাজারেরও বেশী ছেলে-মেয়ে শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক হালফিল সংবাদে বলা হয়, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে না যাওয়ার প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সমূহ দারিদ্র-দশা, তবে আশে-পাশে স্কুল না থাকাটাও অন্যতম কারণ। স্থানীয় শিক্ষা অফিসার, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অভিমত, দারিদ্রের কারণে অনেক বাচ্চা ছেলে-মেয়ে বাড়ীতে কাজের ছেলে-মেয়ে কিংবা দোকানের সহকারী হিসাবে কাজ করিয়া দুই পয়সা রোজগারে নিরত, আবার অনেক ছেলে-মেয়ের অভিভাবক প্রাথমিক শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব কোনটাই বোঝে না। অবস্থাটা শুধু নাটোর জেলা বা কালিয়াকৈর উপজেলায় নয়, বলিতে গেলে বাংলাদেশের সর্বত্র বিরাজমান। এক সাধারণ সংখ্যাতত্ত্বে জানা যায়, বাংলাদেশে স্কুলে যাওয়ার উপযোগী শতকরা ৩০ ভাগ শিশু দারিদ্র, অজ্ঞতা ও অন্যান্য কারণে স্কুলেই ভর্তি হইতে পারে না আবার যাহারা স্কুলে ভর্তি হয় তাহাদের শতকরা ৩৫ ভাগ বছর-দুই বছরের মধ্যে স্কুল ও পড়াশোনা দুই-ই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। এই বাধ্য হওয়ার মূল কারণ যে দারিদ্র-দশা তাহা বুঝাইয়া বলার দরকার নাই। ফলতঃ গত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার উপযোগী শিশুর বেলায় এই অবস্থাটিই কমবেশী বিরাজমান। নাটোর জেলা ও কালিয়াকৈর উপজেলার সংখ্যাতত্ত্বকে একটা নমুনা হিসাবে ধরিলে বলিতে হয় বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হইতে পারে না এমন শিশুর সংখ্যা দেড় কোটির কম নয়। আবার যাহারা ভর্তি হয় তাহাদের মধ্যে কমপক্ষে তিরিশ হইতে চল্লিশ লাখ শিশু পঞ্চম শ্রেণীতে পৌছার আগে স্কুল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষার হার যে ভদ্রলোকের এক কথার মত শতকরা ২০ হইতে ২২ ভাগের মধ্যে অটলভাবে বিরাজমান, ইহার পিছনে উপরে বর্ণিত দুঃসহ অবস্থাই দায়ী। একদিকে প্রতি বছর ২৪ লাখ শিশুর জন্ম হইতেছে, অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাড়িতেছে ড্রপ-আউটের সংখ্যা। অবস্থাটা সেই তৈল সিঞ্চিত বাঁশ বাহিয়া বানরের এক ফুট উপরে ওঠা এবং দুই ফুট নীচে নামিয়া যাওয়ার মতই। এই জন্য দেখা যায়, গত চল্লিশ বছরে শিক্ষার হার বাড়ার বদলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে ববং কমিতেছে। একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই অবস্থাটি শুধু নৈরাশ্যজনক নয়, চরম লজ্জারও বটে।

এই অবস্থার দিক ভাবিয়াই সম্ভবতঃ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। জানা যায়, আগামী মাস কিংবা পরের মাস হইতে মন্ত্রণালয়ের কাজ শুরু হইবে। শুধু মন্ত্রণালয় গঠন নয়, বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিভিন্ন দাতা সংস্থার সুপারিশ ও সাহায্যের ভিত্তিতে ১৯৯১ হইতে ১৯৯৫ সাল মেয়াদী একটি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পও হাতে নেওয়ার কথা। এই প্রকল্পের খাতে বরাদ্দ হাজার কোটি টাকার উপর। প্রকল্পে সাহায্যদাতা সংস্থা হইতেছে বিশ্বব্যাংক, সিডা, ইউনিসেফ, নরাড, ইউএনডিপি, ওডিএ। কর্মসূচীর আওতায় ৭ হাজার স্কুল নির্মাণ করা হইবে। পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার করা হইবে ৪ হাজার স্কুল। ইহা ছাড়া শহরাঞ্চলে স্কুল নির্মাণ, মেরামত, ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্ত স্কুলের মেরামত, স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচীও নেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের যে দশা, কর্ম-শৈথিল্য ও দুর্নীতির যেরকম বাড়াবাড়ি এবং সর্বোপরি সমাজে দারিদ্রের দংশন যেমন ভয়াবহ তাহাতে লক্ষ্য অর্জনের বেলায় কতটা কি হইবে তাহা বলা সহজ নয়। তবে ইহা সত্য, প্রাথমিক শিক্ষার শুধু প্রসার নয়, উহার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও নিতে হইবে ব্যবস্থা এবং তাহা নিতে হইবে এই মুহূর্তে। কেননা ধ্বংস ও নেতি এড়াইবার ইহাই পথ।